17 FEB 2017

দৈনিক
ইত্তেফাক

খাসিয়া পুঞ্জিগুলির অধিকাংশ শিশু মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ে

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা

প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়ে মাধ্যমিকের শুরুতেই মৌলভীবাজার জেলার খাসিয়া পুঞ্জিগুলির বেশির ভাগ শিশুর শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে যায়। পুঞ্জি থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অত্যধিক দূরত্বের কারণে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত বিঘ্ন ঘটায় এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী ফোরামের কো-চেয়ারপার্সন ও খাসিয়া সোশাল কাউন্সিলের সভাপতি খাসিয়ামন্ত্রী জিডিসন প্রধান সুচিয়াং খাসিয়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষাব্যবস্থার এ তথ্য জানান।

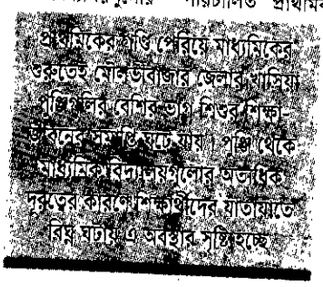

প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়ে মাধ্যমিকের শুরুতেই মৌলভীবাজার জেলার খাসিয়া পুঞ্জিগুলির বেশির ভাগ শিশুর শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে যায়। পুঞ্জি থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অত্যধিক দূরত্বের কারণে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটায় এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে

মৌলভীবাজার জেলার ৬ উপজেলায় ৬১টি পুঞ্জিতে মোট ২ হাজার ৩৯২ টি খাসিয়া পরিবার বাস করে। এসব পরিবারের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার। উপজেলাওয়ারী কুলাউড়া উপজেলাতে ২৬টি, বড়লেখাতে ১৪টি, শ্রীমঙ্গলে ১১টি, কমলগঞ্জে ৭টি, জুরিতে ২টি এবং রাজনগরে ১টি পুঞ্জি রয়েছে। পুঞ্জিগুলোর অবস্থান শহর জনপদ হতে সর্বনিম্ন ১০-১২ কিলোমিটার হতে সর্বোচ্চ ৩০-৩৫ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরের পাহাড়ি এলাকায়। পানচাষ খাসিয়া জনগোষ্ঠীর জীবিকার অন্যতম মাধ্যম।

খাসিয়া সোশ্যাল কাউন্সিল সভাপতি জানান—৬১টি পুঞ্জিতে প্রাথমিক বয়সী শিশুর বর্তমান সংখ্যা প্রায় ২ হাজার এবং মাধ্যমিক বয়সী শিশু প্রায় ১২ শত। পুঞ্জিগুলোতে এনজিও, মিশনারি অর্থবা পুঞ্জির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও কমলগঞ্জের ডাবলছড়া পুঞ্জির একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়া আর কোনো পুঞ্জিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। জিডিসন দাবি করেন প্রাথমিক শ্রেণি উত্তীর্ণ হবার পর এসব শিশুর অর্ধেক সংখ্যকই বাসস্থানের কাছাকাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয় না পাওয়ায় লেখাপড়া আর চালিয়ে যেতে পারে না। খুব অল্প সংখ্যক সচ্ছল পরিবারের শিশু শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, বড়লেখা অথবা মৌলভীবাজার শহরে মেস বা হোস্টেলে অবস্থান করে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এ অবস্থা আরো করুণ। ঝরে পড়া শিশুরা পরবর্তীতে পান, লেবু চাষ অথবা কৃষিকাজে লেগে যায়। প্রতিবছরই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

খাসিয়া সোশ্যাল কাউন্সিল সভাপতি জানান, আদিবাসী ফোরাম হতে বিভিন্ন সময়ে খাসিয়া শিশুদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার স্বার্থে উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে সরকারিভাবে হোস্টেল নির্মাণের জন্য দাবি জানানো হয়েছে।